ইনকিলাব

তারিখ 12 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

কোরআন সুন্নাহভিত্তিক একমুখী ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে

একমুখী শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তি জনতা মেনে নেবে না

—বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নামে ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সংগঠনের সভা ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি অব্যাহত রয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকারের এ উদ্যোগ অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মমুখী একমুখী শিক্ষা ছাড়া জনগণ অন্যকিছু মানবে না। *বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস :* বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার ডক্টর কুদরতই খুদা ও শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সমন্বয়ে একমুখী শিক্ষানীতি চালুর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা এদেশের জনগণ মেনে নেবে না। গতকাল বিকাল

পৃঃ ১৮

একমুখী শিক্ষার নামে মাদ্রাসা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

৩টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠকে নেতৃবৃন্দ এ আশংকা প্রকাশ করে ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতি চালুর দাবী জানান। সংগঠনের আমীর প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেতৃবৃন্দ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের সরকারী উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এর মাধ্যমে সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বাতিল হয়ে যাবে এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতির দিকে দেশ ফিরে যাবে। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতী শহিদুল ইসলাম, নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুর রব ইউসুফীসহ মাওলানা নিজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মাওলানা আতাউল হক আজিজ, মাওলানা মো: কোরবান আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুল হক প্রমুখ।

নেজামে ইসলাম পার্টি

নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মো: আবদুল লতিফ নেজামী একমুখী শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটানোর বর্তমান সরকারের পাঁয়তারার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেছেন, এ ষড়যন্ত্র মূলত বর্তমান সরকারের অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিকসহ ধর্মভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

তিনি নরসিংদী জেলাধীন ইটাখোলা শিবপুর উপজেলা শাখা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। উপজেলা সভাপতি মাওলানা আবু সাঈদ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এইচ এম হাবিবুল হক, মাওলানা ছফির উদ্দীন, মাওলানা মনিরুজ্জামান, মাওলানা আলী আকবর, হাফেজ হাবিবুল্লাহ ও মুকছুদুজ্জামান প্রমুখ।

মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী আরো বলেন, এর আগেও ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পবিত্র বিসমিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ, জিন্দাবাদ ও সরকারী প্রচার মাধ্যমে ইসলামী পরিভাষা পরিত্যাগ, ইসলামী প্রতিষ্ঠানে ছবি টাঙ্গানোর নির্দেশ এবং মাদরাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা বিরোধী কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

যুব জমিয়ত বাংলাদেশ

যুব জমিয়ত বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাওলানা জিয়াউল হক কাসেমী, মহানগর সহ-সভাপতি মাওলানা আ: ওয়াদুদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আ: হামিদ, যুবনেতা মাওলানা লুৎফর রহমান, আমীর হোসেন প্রমুখ এক বিবৃতিতে রাশেদ খান মেননের "কওমী মাদ্রাসা আসলে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না" বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, মেননের কাছে যে শিক্ষায় নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন আদর্শ মানুষ তৈরী করে, সেই কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পড়বে না- এটাই স্বাভাবিক। তারা শ্রেণী সংগ্রামের নামে চাঁদাবাজি, হত্যা, গুম, লুণ্ঠনসহ অপরাজনীতিকে উৎসাহিত করে। তাদের ধর্ম-কর্মের কথা শুনলে গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে, তবে তা হতে হবে কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। একমুখী শিক্ষার নামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর সেকুলারিজম চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর মিলনায়তনে এক আলোচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক বিষোদগার করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। [illegible] বিবৃতিতে তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসা আসলে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না' বলে রাশেদ খান মেননের প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের ইসলামপ্রিয় জনতার ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত দেয়া হয়েছে। মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী আরও বলেন, কওমী মাদ্রাসায় কোরআন-হাদীসের শিক্ষা দেয়া হয়। যারা কোরআন-হাদীসের শিক্ষাকে মানে না তারা বেঈমান। তিনি বলেন, ইতোপূর্বে মেনন সাহেব কওমী মাদ্রাসাকে ব্যঙ্গ করে ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, এদেশে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কওমী মাদ্রাসা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। নাস্তিক-বেঈমানদের ঠাঁই এদেশে হবে না।